

সিটিজেন চার্টার

<p>সিটিজেন চার্টার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, পাবনা।</p> <p>ডিজিটাল ভূমি জরিপের প্রাথমিক স্তরে জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন অর্থাৎ প্রতিটি মৌজায় কমপক্ষে ০২টি দৃশ্যমান পৌকা পিলার (কংক্রিট পিলার যার মধ্যে কোন ধরনের খাতব বস্তু নেই) নির্মাণের জন্য জরিপ টিমকে সহায়তা করুন। কারণ উক্ত পিলারটি ভবিষ্যতে সঠিকভাবে ভূমি পরিমাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিধায় ভূমি মালিকগণ উক্ত পিলারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করুন।</p> <p>০১) জরিপ এলাকায় জরিপ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আপনার মালিকানাধীন জমির সীমানা/আইল জরিপ কাজে নিয়োজিত সার্ভে টিমকে দেখিয়ে দিন।</p> <p>০২) খানাপুরী স্তরে নিয়োজিত সার্ভে টিমের নিকট আপনার জমির পূর্ব জরিপের দাগ, খতিয়ান নম্বর, দলিলপত্রসহ মালিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র প্রদর্শন করে আপনার জমির সঠিক রেকর্ড প্রণয়নে সহায়তা করুন।</p> <p>০৩) বুঝারত স্তরে আপনাকে আপনার জমির পর্চা প্রদান করা হবে। পর্চায় নাম, ঠিকানাসহ জমির দাগ, খতিয়ান নম্বর এবং জমির পরিমাণ মিলিয়ে নিন।</p>	<p>০৪) পর্চায় ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে “বিবাদ (Dispute) ফরম” পূরণ করে সংশ্লিষ্ট সার্ভে টিমের নিকট দাখিল করুন এবং হক্কা অফিসারকে শুনানী গ্রহণ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করুন।</p> <p>০৫) তসদিক স্তরে খানাপুরী ও বুঝারত স্তরে প্রণীত আপনার খতিয়ান রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তসদিককৃত (সত্যায়িত) করে নিন। এস্তরে খতিয়ানে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিবাদ (Dispute) দাখিল করে তসদিক অফিসার কর্তৃক তা সংশোধন করিয়ে নিন।</p> <p>০৬) তসদিক সমাপ্তির পর খতিয়ান জনসাধারণের জন্য ৩০দিন উন্মুক্ত রাখা হয় এবং এ পর্যায়ে ভূমি মালিকের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে খতিয়ানে একটি নতুন নম্বর প্রদান করা হয়। আপনার খতিয়ানে এই ডিপি নম্বর মিলিয়ে নিন।</p> <p>০৭) ডিপি খতিয়ানের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি থাকলে উল্লেখিত ৩০ দিনের মধ্যে ২০ টাকার কোর্ট ফি জমা দিয়ে ৩০ বিধি অনুযায়ী খসড়া প্রকাশনা ক্যাম্পে আপত্তি দাখিল করতে পারেন। আপত্তি অফিসার আপনার আপত্তি শুনে নিষ্পত্তি করবেন।</p>	<p>০৮) আপত্তি অফিসারের রায়ে সংস্কৃত হলে ৩১ বিধি অনুযায়ী আপনি আপীল দায়ের করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন আপীল স্তরই রেকর্ড প্রস্তুতের জন্য আপনাকে দেয়া সর্বশেষ সুযোগ। আপত্তির রায় প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপনার আবেদনটি তামাদির কারণে অগ্রহণযোগ্য হবে।</p> <p>০৯) আপীল শুনানীর পর নক্সা ও রেকর্ড চূড়ান্ত করা হবে।</p> <p>১০) নক্সা ও পর্চা প্রিন্ট হয়ে চূড়ান্ত প্রকাশনা কালে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প অফিস থেকে প্রতিটি পর্চা ১০০/- টাকা এবং প্রতিটি নক্সার মূল্য বাবদ ৫০০/- টাকা জমা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পর্চা/নক্সা সংগ্রহ করতে পারেন। পরবর্তীতে পর্চা/নক্সা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে হস্তান্তরিত হলে আপনি সেখান থেকেও সমপরিমাণ টাকা জমা দিয়ে পর্চা/নক্সা সংগ্রহ করতে পারেন।</p> <p>১১) চূড়ান্ত প্রকাশনা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর প্রকাশিত রেকর্ড সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে আপনি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ২০০/- টাকার কোর্ট ফি দিয়ে অথবা দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন।</p> <p>--০--</p>
---	--	---

<p>: ভূমি জরিপের পূর্বে ভূমি মালিকের করণীয় :</p> <p>১) সঠিক রেকর্ড প্রণয়নের স্বার্থে আপনার ভূমির আইল/সীমানা চিহ্নিত করুন।</p> <p>২) দালালরা সঠিক রেকর্ড প্রণয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অতএব দালালদের এড়িয়ে চলুন।</p> <p>৩) জরিপ চলাকালিন এবং যে কোন সমস্যা ও পরামর্শে প্রয়োজনে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, পাবনা মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।</p> <p>৪) জরিপ চলাকালিন আপনার ভূমির দলিল, খাজনা/খারিজের মূল কপি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রদর্শন করুন।</p> <p>৫) আসুন সুষ্ঠু রেকর্ড প্রণয়নের স্বার্থে সকলে আন্তরিক হই।</p> <p>○ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, পাবনার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:</p> <p>ওয়েবসাইট : www.zso.pabna.gov.bd web ail : zsopabna@dls.gov.bd e-mail: zso.pabna@gmail.com ফোন নং- ০২৫৮৮৮৪৪২০৫ ফ্যাক্স নং- ০২৫৮৮৮৪৬০২৫।</p>	<p>: ডিজিটাল জরিপের সুবিধা :</p> <p>১) এ পদ্ধতিতে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বা Information and Communication Technology (ICT) ব্যবহার করে ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং এর মাধ্যমে মৌজা নকশা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।</p> <p>২) এ পদ্ধতিতে আধুনিক জিপিএস, ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন (ETS), কম্পিউটার, প্লটার, প্রিন্টার, ম্যাপ স্ক্যানার, প্রসেসিং সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহার করে মৌজা নকশা ও ম্যাপ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।</p> <p>৩) এ পদ্ধতিতে পূর্বে কোন স্কেল নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। ম্যাপ প্রিন্ট করার সময় যে কোন স্কেলে তা প্রিন্ট করা যায়।</p> <p>৪) ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নকশা প্রয়োজন অনুযায়ী হাল-নাগাদ করা সম্ভব হয়।</p>	<p>৫) ডিজিটালপদ্ধতিতে জরিপ একবার হলে তা বার বার করার প্রয়োজন হয় না।</p> <p>৬) এ পদ্ধতিতে নকশায় দাগের এরিয়া স্বল্প সময়ে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।</p> <p>৭) এ পদ্ধতিতে তৈরী নকশায় বাহর পরিমাপ, দাগের এরিয়া ইত্যাদি সহজে উপস্থাপন করা যায়।</p> <p>৮) এ পদ্ধতিতে প্লট বেইজড খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়।</p> <p>৯) এ পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা জটিলতা মুক্ত হয়ে সহজ আকার ধারণ করে।</p> <p>১০) এ পদ্ধতিতে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সহজ হয় এবং জনহয়রানিহাস পায়।</p> <p>১১) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে জাল-জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়।</p> <p style="text-align: center;">--o--</p>
---	--	---

মনে রাখবেন

- জরিপ চলাকালীন বদর ফি, খতিয়ান ও নকশার মূল্য ডিসিআর এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। ডিসিআর বহির্ভূত সকল প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ।
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে জমির কোন পর্চা বা ম্যাপ বেসরকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয় না।
- মাঠ পর্যায়ে জরিপকাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক –কে অবহিত করুন।